Antahin Abha
FOUNDATION

FOOTPRINTS OF CHANGE

ত্রৈমাসিক নিউজলেটার

অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৫

"আজ একটি শিশুকে শেখার পথ দেখালে, তার ফল পাবে ভবিষ্যত প্রজন্ম"

Antahin Abha
FOUNDATION

এ পর্যন্ত পথচলা

২০২২ সালে প্রতিষ্ঠিত অন্তহীন আভা ফাউন্ডেশন গ্রামীণ পশ্চিমবঙ্গের শিশু ও তরুণদের শেখার ভিতকে আরও মজবুত করা ও শিক্ষণপদ্ধতিকে কার্যকরী করার লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করে।

শুরুর কয়েক বছরে আমরা সুচিন্তিতভাবে বিভিন্ন প্রাথমিক শিক্ষার পদ্ধতি পরীক্ষা করে দেখেছি। বোঝার চেষ্টা করেছি সীমিত সামর্থ্য ও পরিকাঠামোর শ্রেণিকক্ষে কোনটা বেশি কার্যকরী হবে। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই তৈরি হয়েছে **NRich-ECCE** — আমাদের কার্যভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার কর্মসূচি। এই কর্মসূচি শিশুদের শিখতে সাহায্য করে, আর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হাতে তুলে দেয় ব্যবহারিক উপকরণ, নিয়মিত সহায়তা এবং চ্যাটবটের মাধ্যমে সহজ নির্দেশনা।

এই কাজকে আরও বড় পরিসরে এবং সমানভাবে চালিয়ে যেতে আমরা গঠনমূলক শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কর্মসূচিও শুরু করেছি।

প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি আমরা **MPower** নামে একটি যুব উন্নয়ন উদ্যোগও পরিচালনা করি, যা গ্রামীণ তরুণদের কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও মানসিকতা গড়ে তুলতে সহায়তা করে, এবং কর্মপথ অন্বেষণের সুযোগ করে দেয়।

এ পর্যন্ত আমাদের কর্মসূচির মাধ্যমে ৫,০০০-এরও বেশি মানুষের কাছে আমরা পৌঁছতে পেরেছি। আমাদের যাত্রাপথের লক্ষ্য একটাই: আমাদের কাজকে আরও বিস্তৃত করে তোলা এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব তৈরি করা।

Antahin Abha
FOUNDATION

আমাদের তরফে দু-চার কথা

এই ত্রৈমাসিক নিউজলেটারের মাধ্যমে আমরা আপনাদের সামনে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ, সুবিধাবঞ্চিত এলাকার স্কুলগুলোর বাস্তব ছবি তুলে ধরতে চেষ্টা করি। সেই সঙ্গে জানাতে চাই আমরা কীভাবে পাশে থাকার চেষ্টা করছি — দূর থেকে সমাধান চাপিয়ে দেওয়া নয়, বরং বিশ্বাস আর বোঝাপড়ার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সহযোগিতার কাহিনী এটা।

এই মুহূর্তে আমাদের কর্মযজ্ঞের অনেক কিছুই ঘটছে নেপথ্যে — আলোচনা, পরিকল্পনা, কনটেন্ট তৈরি, প্রশিক্ষণ, আরও অসংখ্য ছোট ছোট পদক্ষেপ। এই সবকিছুর মিলিত ফল খুব শিগগিরই আমাদের কাজের পরিসরে দেখা যাবে। আমরা চাই এই "মাঝের সময়টা"-র সঙ্গেও আপনাদের পরিচয় করাতে, কারণ অর্থপূর্ণ পরিবর্তন শুধু কাজের মধ্যেই নয়, তার প্রস্তুতির মধ্যেও লুকিয়ে থাকে।

– শ্রেয়সী দস্তিদার – নিউজলেটার সম্পাদক

"শৈশবের শুরুতে শেখা হয় খেলতে খেলতেই — এমন সব মুহূর্তের মধ্যে দিয়ে যা আনন্দ ও উদ্দীপনা সঞ্চার করার মাধ্যমে শিশুমনের ভেতরে গেঁথে যায়। আমরা বিশ্বাস করি শিশুদের শেখার গতি সর্বাধিক হয় তখনই যখন তারা নিরাপদ ও কৌতূহলী বোধ করে, আর নিজেদের উপর ভরসা করতে পারে।

এই শুরুর বছরগুলোতে অভিভাবক বা শিক্ষক হিসেবে আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত তাদের জ্ঞানের ভান্ডার বৃদ্ধি করা নয়, বরং সহজে ও পরিচিত পরিবেশের মধ্যে শেখার সুযোগ করে দেওয়া। খেয়াল রাখতে হবে যে এই প্রাথমিক শৈশবের শিক্ষা শিশুদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা, ভাব প্রকাশ করার ক্ষমতা, এবং বিভিন্ন বিষয়ের শক্ত ভিত গড়ে তুলবে যা আগামী জীবনে তাদের পথ দেখাবে।"

– নেহা জৈন – ইসিসিই প্রোগ্রাম প্রধান

Antahin Abha
FOUNDATION

ত্রৈমাসিক কাজের ঝলক

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের এন্ডলাইন মূল্যায়ন

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের অংশ হিসেবে ১৫ ও ১৭ অক্টোবর হাওড়ার দু'টি সহযোগী স্কুলে এন্ডলাইন মূল্যায়ন করা হয়। তিনটি ব্যাচে মোট ১৪৫ জন শিক্ষার্থীর শেখার অগ্রগতি যাচাই করা হয়, তাদের প্রাথমিক মূল্যায়নের ফলের সঙ্গে তুলনা করে।

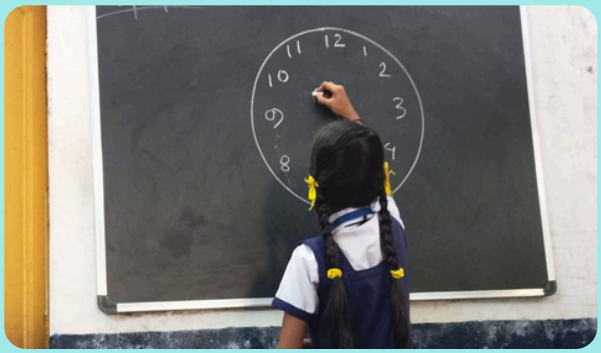

মূল্যায়নের ফলাফল ছিল বেশ উৎসাহজনক। বেশিরভাগ বাচ্চার ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে তারা ভাষা ও সংখ্যাজ্ঞান—এই মৌলিক দক্ষতায় স্পষ্ট উন্নতি দেখিয়েছে এবং আগের মূল্যায়নের তুলনায় উচ্চতর স্তরে পৌঁছেছে। এই ফলাফলগুলো ধারাবাহিক শেখার অগ্রগতি দেখায় এবং প্রমান করে যে নিয়মিত ক্লাসরুম-ভিত্তিক হাতেকলমে কাজ শিশুদের প্রাথমিক শেখার ভিত মজবুত করতে সত্যিই কার্যকর।

Antahin Abha
FOUNDATION

ত্রৈমাসিক কাজের ঝলক

ECCE-র ভিত গড়ার প্রস্তুতি

নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে আমরা শিক্ষিকাদের নিয়ে কয়েকটি ওয়ার্কশপ করেছি, যাতে আসন্ন NRich-ECCE কর্মসূচি চালুর আগে সম্মিলিত বোঝাপড়া ও প্রস্তুতির পরিবেশ তৈরি হয়। ওয়ার্কশপে স্থানীয় শিক্ষিকাদের সঙ্গে NRich-ECCE কর্মসূচির মূল ভাবনাগুলি ভাগ করে নেওয়া ছাড়াও হাতে-কলমে সেগুলি দেখানোর ও আলোচনা করার জন্য একটি খোলামেলা জায়গা তৈরি হয়েছিল।

এই ওয়ার্কশপগুলির মাধ্যমে কর্মসূচির ভাবনা আর বাস্তব শ্রেণিকক্ষের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি হয়েছে। ফলে শিক্ষিকারা প্রয়োগের আগে আরও আত্মবিশ্বাসী ও প্রস্তুত হতে পেরেছেন।

ওয়ার্কশপের মূল বিষয়গুলো ছিল:

- **ECCE কেন:** শৈশবের প্রাথমিক বছরগুলোর অপরিহার্য গুরুত্ব এবং ভবিষ্যতের শিক্ষার উপর তার দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব বোঝা।
- **কনটেন্ট তৈরির পদ্ধতি:** খেলাধুলাভিত্তিক, অ্যাক্টিভিটি-নির্ভর এবং শিশুদের সর্বাঙ্গীন বিকাশের উপযোগী শেখানোর পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয়।
- **শ্রেণিকক্ষে অনুশীলন:** উদাহরণের মাধ্যমে আনন্দময় ও সক্রিয় শিক্ষার পরিবহ তৈরি করার উপায় উপস্থাপনা।
- **ডিজিটাল সহায়তা:** পাঠ পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নে ECCE চ্যাটবটের ভূমিকা সম্পর্কে শিক্ষকদের অবহিত করা।

Antahin Abha
FOUNDATION

ত্রৈমাসিক কাজের ঝলক

নেপথ্যের কথা: NRICH - ECCE কার্যক্রমের সূচনা

২০২৫ সালের অক্টোবর–ডিসেম্বর সময়টা NRich–ECCE কর্মসূচি শুরুর প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দলগতভাবে আমাদের লক্ষ্য ছিল আমাদের তৈরি পাঠক্রম ও তার বাস্তবায়ন পদ্ধতিকে যথাসম্ভব সহজগ্রাহ্য এবং শিক্ষকদের দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য উপযোগী করে তোলা।

এই প্রস্তুতিগুলো সম্পন্ন হওয়ায় আগামী কয়েক মাসে দু'টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ১০০টি স্কুলে পৌঁছানোর জন্য NRich-ECCE প্রস্তুত। স্কুলগুলিতে কাজ শুরু হওয়ার পর আমাদের প্রাথমিক অভিজ্ঞতা ও গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগুলি আমরা পরের নিউজলেটারে আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার আশা রাখি।

প্রধান উদ্যোগগুলির মধ্যে ছিল:

- **কনটেন্ট যাচাই:** বয়সোপযোগিতা, স্পষ্টতা এবং বাস্তব প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সামঞ্জস্য সুনিশ্চিত করা।
- **শেখার উপকরণ (TLM) নির্বাচন ও সংগ্রহ:** সহজ, ছোটোখাটো পরিবর্তন করা যায় এমন, এবং কম খরচের উপকরণ বেছে নেওয়া।
- **প্রশিক্ষক তৈরি:** শিক্ষকদের নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষক (field facilitator) তৈরি।
- **ব্যবস্থাপনা**: বিভিন্ন এলাকায় পরিকল্পনা-মাফিক কর্মসূচি শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।

Antahin Abha
FOUNDATION

দলের সদস্য পরিচিতি

নরেন্দ্র মিদ্যা | ফিল্ড অপারেশনস লিড

প্রশ্ন: অন্তহীন আভা ফাউন্ডেশনের সঙ্গে আপনার যাত্রা কীভাবে শুরু হয়েছিল?

উত্তর: পাথরপ্রতিমা এলাকায় স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে কাজ করার সময়ই আমার প্রথম পরিচয় হয় অন্তহীন আভা ফাউন্ডেশনের সঙ্গে। ছাত্র সংগঠনের একটি কর্মসূচির মাধ্যমে সংযোগ তৈরি হয়, আর তার কিছুদিন পরেই আমি কমিউনিটি অর্গানাইজার হিসেবে যোগ দিই।

শিক্ষা আর স্থানীয় সম্প্রদায়ের উন্নয়নের প্রতি আগ্রহ থাকায় ধীরে ধীরে আরও দায়িত্ব নিতে শুরু করি। বর্তমানে আমি ফিল্ড অপারেশনস লিড হিসেবে কাজ করছি। গত সাড়ে তিন বছরে এই কাজের অভিজ্ঞতা থেকে আমার এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে যে মানুষের সঙ্গে কাছ থেকে কাজ করলে সত্যিই দীর্ঘস্থায়ী ও অর্থপূর্ণ পরিবর্তন আনা সম্ভব।

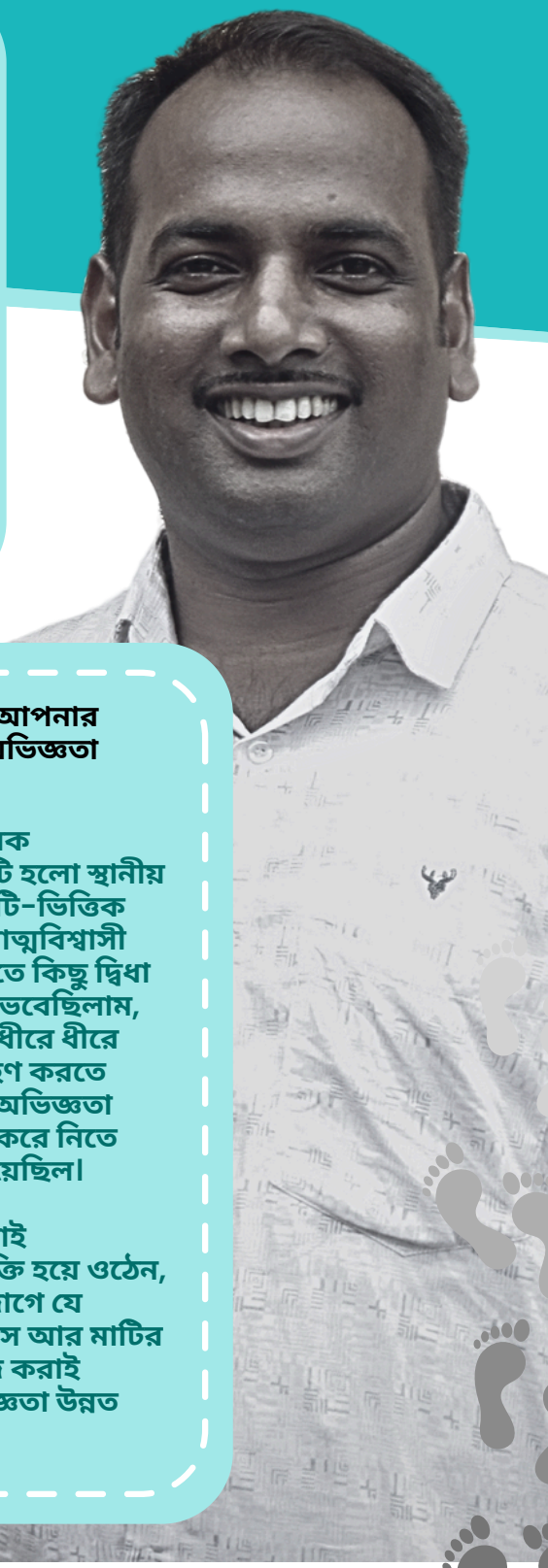

প্রশ্ন: আপনার একটি সাধারণ দিন কীভাবে কাটে?

উত্তর: আমার রোজকার কাজের একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে পাথরপ্রতিমা ব্লকের কাজের পরিকল্পনা ও তদারকি করা। এর মধ্যে রয়েছে ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটরদের কাজ বুঝিয়ে দেওয়া, সহযোগী স্কুলগুলোর (ICDS, SSK এবং বেসরকারি স্কুল) সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা, ও স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে কাজ করা।

এর পাশাপাশি প্রশিক্ষণের সময়সূচি ঠিক করা ও কর্মসূচির মান বজায় রাখার দিকেও নজর রাখি। আমাকে সবসময় যোগাযোগ রাখতে হয় স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে — তাদের কথা শোনা বা সমস্যার সমাধান খোঁজাই শুধু নয়, এও নিশ্চিত করার চেষ্টা করি যে আমাদের কাজ তাদের চাহিদার সঙ্গে মিল রেখে এগোচ্ছে।

প্রশ্ন: এখন পর্যন্ত আপনার সবচেয়ে তৃপ্তিদায়ক অভিজ্ঞতা কোনটি?

উত্তর: অসংখ্য তৃপ্তিদায়ক অভিজ্ঞতার মধ্যে একটি হলো স্থানীয় শিক্ষিকাদের অ্যাক্টিভিটি-ভিত্তিক শেখানোর পদ্ধতিতে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে দেখা। শুরুতে কিছু দ্বিধা থাকবে বলেই আমরা ভেবেছিলাম, কিন্তু প্রশিক্ষণের সময় ধীরে ধীরে তাদের নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করতে দেখে, এবং ইতিবাচক অভিজ্ঞতা সহকর্মীদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে দেখে সত্যিই আনন্দ হয়েছিল।

শিক্ষকরা যখন নিজেরাই পরিবর্তনের চালিকাশক্তি হয়ে ওঠেন, তখন অবশ্যই ভরসা জাগে যে নিয়মিত সহায়তা, বিশ্বাস আর মাটির কাছাকাছি থেকে কাজ করাই শিশুদের শেখার অভিজ্ঞতা উন্নত করার মূল চাবিকাঠি।

Antahin Abha
FOUNDATION

প্রয়াস থেকে প্রভাবের পথে

গত কয়েক মাসে স্থানীয় শিক্ষকদের সঙ্গে আমাদের কাজ আরও গভীরতা পেয়েছে একাধিক পরিকল্পিত ওয়ার্কশপের মাধ্যমে। এই ওয়ার্কশপগুলি এখন পাথরপ্রতিমার ICDS কেন্দ্র, SSK স্কুল এবং বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে আমাদের ECCE কর্মসূচি বাস্তবায়নের একটি প্রধান স্তম্ভে পরিণত হয়েছে।

বিগত ত্রৈমাসিকের একটি বড় মাইলস্টোন ছিল **১৮ নভেম্বরের** ওয়ার্কশপটি, যেখানে বেসরকারি স্কুলের প্রি-প্রাইমারি ও প্রাইমারি শিক্ষকরা অংশ নেন। উপস্থিত শিক্ষকদের সামনে আমাদের **ECCE কর্মসূচির** ভাবনা তুলে ধরা হয় এবং রোজকার ক্লাসের পড়ানোর ক্ষেত্রে তার ব্যবহারিক গুরুত্বও বোঝানো হয় নানা ধরণের বয়স-উপযোগী, খেলাধুলাভিত্তিক পাঠের উদাহরণ দিয়ে।

প্রি-প্রাইমারি শিক্ষকদের ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয় গান, ছড়া, গল্প এবং শারীরিক কার্যকলাপ-ভিত্তিক কার্যক্রমের মাধ্যমে বাচ্চাদের ভাষা শেখার প্রাথমিক প্রস্তুতির ওপর।

অন্যদিকে **প্রাইমারি শিক্ষকদের** সঙ্গে আলোচনা হয় আরও সংগঠিতভাবে পাঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে কীভাবে মৌলিক সাক্ষরতা শক্তিশালী করা যায়, তা নিয়ে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে শেখার আনন্দ জাগানো, এবং শেখানোর পদ্ধতিকে আরও কার্যকরী করে তোলার বিষয়ে ওয়ার্কশপ থেকে উভয় দলের শিক্ষকই ভাবার রসদ পান।

Antahin Abha
FOUNDATION

বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জানান, তাঁরা ইতিমধ্যেই ইউটিউবের মতো প্ল্যাটফর্মে নানা কার্যক্রমের আইডিয়া খোঁজেন। NRich-ECCE কর্মসূচির মাধ্যমে পাঠ্যক্রম-ভিত্তিক সাজানো কনটেন্ট পেলে তাঁদের সময় বাঁচবে, ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে এবং শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদান আরও শক্তিশালী হবে।

ডিসেম্বরে আরও দু'টি কর্মশালার আয়োজন করা হয় দু'টি পঞ্চায়েতের **ICDS কেন্দ্রের শিক্ষকদের জন্য**। শিক্ষকরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং পুরো সেশন জুড়ে তাঁদের আগ্রহ ছিল ভরপুর। বিশেষ করে WhatsApp চ্যাটবটের মাধ্যমে কনটেন্ট পাওয়ার বিষয়টি তাঁদের কাছে খুবই উৎসাহজনক মনে হয়েছে — প্রতিদিনের শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও কার্যক্রম পরিচালনায় বাস্তব সহায়তা করবে বলে তাঁরা জানান।

"আমাদের মতো স্কুলে আমরা অনেক সময় নতুন কিছু চেষ্টা করতে চাই, কিন্তু বই আর ব্ল্যাকবোর্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হয়। এখানে এসে আমি শিখলাম কীভাবে গান, গল্প, অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে পাঠ্য বিষয়গুলিকে মনোগ্রাহীভাবে পরিবেশন করা যায়। আমাদের স্কুল ভবিষ্যতের ছাত্রছাত্রীদের প্রস্তুত করতে আভার সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী।"

প্রিয়া বৈদ্য মণ্ডল
শিক্ষিকা, সারদামণি নার্সারি-কেজি স্কুল

সঙ্গে চলুন!

আপনার ছোট্ট অবদানও বড় পরিবর্তনের পথে প্রথম আলো হতে পারে।

ফোন করুন: +91 8100949642 / +91 8100949640
যোগাযোগ করুন: contactus@antahinabha.org
অনুদান: https://antahinabha.org/donate/
ফলো করুন

নিউজলেটার টিম: কনটেন্ট: দিশা সুব্রমনিয়ম ও মেঘা মালাকার | **তথ্য সহায়তা:** নরেন্দ্র মিদ্যা | **বাংলা অনুবাদ:** অনিন্দিতা হালদার | **ডিজাইন ও রূপায়ণ:** অ্যালেক্সান্ডার দাস | **সম্পাদক:** শ্রেয়সী দস্তিদার